সুলতান আব্দুল হামিদ খান

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আমাদের পূর্বসূরীগণ কি বলেছেন? "ভালো কাজ কর এবং অতঃপর তা সমুদ্রে ফেলে দাও। যদি মাছেরা তা নাও জানতে পারে তবু তোমার স্রষ্টা জানবেন।" আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভালো কাজ করতে পছন্দ করতেন। এই প্রবাদটির মানে হচ্ছে, যদি বান্দা নিজে একটি ভালো কাজ করার মূল্য নাও জানে তবু আল্লাহ্ তা জানেন। মানুষেরা অনেক সময়ই ভালোর প্রতিদান দেয় অকৃতজ্ঞতা দিয়ে, মানে, তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। কৃতজ্ঞতা দূরে থাকুক, কেউ যদি ফিতনা নিয়ে বের হয়, লোকেরা তার কথা আরও বেশী শোনে।

আমরা এই কথাগুলো নিম্নোক্ত কারণে বলছিঃ এক বা দুইদিন আগে সুলতান আব্দুল হামিদ খান (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) এর ৯৮তম মৃত্যুবার্ষিকী ছিল। তিনি ১৯১৮ সালে আল্লাহ্‌র রাহমাতের সাগরে চলে যান। যখন ইউরোপীয়রা বলছিল যে তারা ওসমানীয় খিলাফাতকে শেষ করে দিয়েছে, সেই সময়ে তিনি তা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন ৩৩ বছর এবং তিনি সেই খিলাফাতকে আবার একটি বিশ্বশক্তিতে পরিণত করেছিলেন।

ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস পার্টি নামক শয়তান লোকেরা এবং তাদের মত অন্য যারা ছিল, তারা সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করে। প্রতিটি ওসমানীয়া খালিফার আল্লাহ্‌র একজন ওয়ালীর সমপরিমাণ শক্তি ছিল আর সুলতান আব্দুল হামিদ খানের ছিল সাতজন আউলিয়ার শক্তি। পুরো মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্য থেকে দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত উনার নামে খুতবা পাঠ করত। তারা আজ পর্যন্তও খুতবাতে উনার নাম উল্লেখ করে।

আমরা যেসব জায়গা ভ্রমণ করেছি সেসব স্থানে তারা এখনও আগের মতই উনার নাম উল্লেখ করে, আফ্রিকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। কিন্তু এখানে (তুরস্কে) তারা বহু বছর যাবত সুলতান আব্দুল হামিদ খানকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা সন্দেহজনক ব্যাপার ঘটছে। যারা সুলতান আব্দুল হামিদ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে এবং উনার পরে ওসমানী সাম্রাজ্য শাসন করেছে, তারা সেটাকে শেষ করে ফেলেছে, ধ্বংস করে ফেলেছে।

মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি আছে। সেসব বিদ্রোহীরা নিজেদের ভালো বলত আর সুলতান আব্দুল হামিদ

খানকে বলত খারাপ। কিন্তু এখন সবাই বুঝেছে যে ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস পার্টি ভালো বা উপকারী কোন কিছুই করেনি। তারা যেহেতু ভূল লোক ছিল, সেহেতু কেন তোমরা এখনও সুলতানকে অসম্মান কর? এর মানে হচ্ছে তারা শয়তানের সৈন্য।

কিন্তু আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) মানুষকে সুলতানের সত্যতা দেখিয়েছেন। কেউ সুলতান আব্দুল হামিদ খানকে অস্বীকার করতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় যে সবচেয়ে রুক্ষ লোকেরাও সুলতানকে উনার প্রাপ্য অধিকার দিচ্ছে। আল্লাহ্ ওসমানীয়া সুলতানগণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। অকৃতজ্ঞ হওয়া ভালো নয়। উনারা যা করেছেন তা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট এবং আমরা উনাদের জন্য রাহমাতের দু'আ করি। উনাদের স্থান যেন জান্নাতে হয়।

যারা ইসলামের শত্রু, আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তাদের হিসাব নিবেন। তারা যা করছে তার কোন কিছু নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট নই। আল্লাহ্ যেন আমাদের ভালো লোকদের সাথে চলতে দেন কারণ ভালো কাজ করা সহজ নয়। মানুষেরা খারাপ জিনিস এবং খারাপ কাজ করতেই বেশি পছন্দ করে এবং ভালো কাজ করতে পছন্দ করে না। আমাদের কৃতজ্ঞ হতে হবে যখন আমরা ভালো মানুষ পাই। আমরা যেন ভালো মানুষের শাসনাধীন থাকি ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/৫ জুমাদ আল-আউয়াল ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।